সংবাদ

তারিখ 19 NOV 2006
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ২

শিক্ষা অফিসারের দুর্নীতি

তিনিধি, দুর্গাপুর (নেত্রকোনা)

ত্রকোনা জেলার দুর্গাপুর উপজেলার ধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার নানা অপকর্ম, নীতি, বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা পরিষদের শিক্ষণ ও উপবৃত্তির প্রায় এক লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ পাওয়া গেছে। নুসন্ধানে জানা গেছে, দুর্গাপুর উপজেলা ধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আরিফ দ্দিকী উপজেলার ২৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বস্থাপনা পরিষদের ফিমেল সেকেন্ডারি ল এসিস্ট্যান্স প্রজেক্ট ২য় পর্যায়ের ৫২৮ দস্যকে প্রশিক্ষণ দেয়ার কথা থাকলেও ত্র ২০০ জনকে প্রশিক্ষণ দিয়ে নিম্নমানের প্যায়ন, প্রশিক্ষণ সামগ্রী প্রদান করে ত্যন্ত কৌশলে ভুয়া বিল-ভাউচারের ধ্যমে মোটা অংকের টাকা আত্মসাৎ রছেন।

শিক্ষণার্থী প্রতিজনকে ২০০ টাকা করে ম্মানি ভাতা, নিম্নমানের মাত্র ৩৫ টাকার ধ্যে খাবার সরবরাহ ও প্রতিজনকে ১৮ কার মধ্যে নিম্নমানের প্রশিক্ষণ সামগ্রী রূপবান ফাইল, কভার, বলপেন ও প্যাড সরবরাহ করা হয়েছে।

সূত্র আরও জানায়, ওই কর্মকর্তা চণ্ডীগড় মাতৃজাগরণী নিম্নমাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ২০০৬ সালের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত ৬ মাসের প্রথম কিস্তির ৯ম শ্রেণীর ৩০ ছাত্রীর প্রতিজনকে ৬১০ টাকা করে ভুয়া উপবৃত্তি প্রদান দেখিয়ে প্রায় ২০ হাজার টাকা আত্মসাৎ করেন। বিদ্যালয়টির ৯ম শ্রেণী খোলার স্বীকৃতি না পাওয়ায় স্থানীয় আগাড় অনির্বাণ উচ্চ বিদ্যালয় থেকে উপবৃত্তির টাকা নিয়মিত পেয়ে আসছে। অনুরূপভাবে একই কিস্তির টাকা মাতৃজাগরণী নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় থেকে অত্যন্ত কৌশলে প্রধান শিক্ষকের সহায়তায় ৩০ জন ছাত্রীর দস্তখত জাল করে সমুদয় টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে বলে সূত্রটি জানায়। ঘটনাটি এলাকায় গুঞ্জন চলতে থাকলে প্রধান শিক্ষক ব্যবস্থাপনা কমিটির এক সভায় মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার জালিয়াতির ঘটনাটি অবহিত করলে ঘটনাটি ফাঁস হয়ে যায়।

দুর্গাপুর

এ ব্যাপারে ওই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মো. আবদুল্লাহ হকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, প্রধান শিক্ষক সর্বপ্রথম ব্যবস্থাপনা কমিটির এক সভায় জালিয়াতির ঘটনাটি অবহিত করলে তিনি উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে জিজ্ঞাসাবাদকালে শিক্ষা কর্মকর্তা পাশকেটে যান।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পল্টন হাজং জানান, ৯ম শ্রেণীর মঞ্জুরি আনতে ঢাকায় দৌড়াদৌড়ির জন্য কিছু টাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

দুর্গাপুর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আরিফ সিদ্দিকী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে দোষারোপ করে বলেন, জালিয়াতির পেছনে প্রধান শিক্ষকই দায়ী, কারণ তার দস্তখত রয়েছে।

অগ্রণী ব্যাংক দুর্গাপুর শাখার ম্যানেজার আ. হালিম মিয়ার সঙ্গে বিদ্যালয়ের জালিয়াতির ঘটনা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আপনারা এলাকার বিদ্যালয়টিও আপনাদের। এই লেখালেখি করলে বিদ্যালয়টির ক্ষতি

মাতৃজাগরণী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী মমতা বেগম, বেগম, ঝর্ণা রানী দেবী, ছাবিনা ই আছমা খাতুন ও জাহানারা বেগম তারা ওই বিদ্যালয় থেকে কখনই উ টাকা পায়নি। তাদের সই জাল উপবৃত্তির টাকা আত্মসাৎ করা হয়ে তারা জানতে পেরেছে।

দুর্গাপুর উপজেলা নির্বাহী অফিস মোজাম্মেল হক 'সংবাদ'কে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, শিক্ষক ও ব্যাংক কর্মকর্তার যোগসাজ বিদ্যালয়ের উপবৃত্তির টাকা আত্ম ঘটনাটি জানতে পেরে ১৬ ত বিদ্যালয়টি তদন্তে গেলে ঘটনার মেলে। উচ্চপর্যায়ে তদন্ত হলে সব উদ্ঘাটিত হবে। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ এলাকাবাসী।